তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

বর্ষ সমাপনী অনলাইন পরীক্ষা-২০২০ | **বিষয় কোড: ২০৯**

শ্রেণী ঃ আলিম ১ম বর্ষ

বিষয় ঃ ইসলামের ইতিহাস (সৃজনশীল)

সময় ঃ ২:৩০ ঘণ্টা **পূর্ণমান ঃ ৭০**

[বি.দ্র. 'ক' বিভাগ থেকে দুইটি এবং 'খ' বিভাগ থেকে দুইটি সহ মোট সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সকল প্রশ্নের মান সমান]

ক–বিভাগ

১। জনৈক মাওলানা সাহেব তাঁর এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধাগ্রস্ত হলে পার্শ্ববতী গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানকার লোকজন মাওলানা সাহেবের সততা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন। মাওলানা সাহেব গ্রামের সকল লোকজনের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কতিপর বিধিবিধান সংবলিত এবটি চুক্তিনামা তৈরি করেন। ফলে উক্ত গ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক) হিজরত অর্থ কী ? ১

খ) মহানবী (সঃ) কেন মদিনায় হিজরত করেছিলেন ? ২

গ) মাওলানা সাহেবের চুক্তিনামা ইসলামের ইতিহাসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উক্ত ঘটনা মুসলমানদের জন্য কিরূপ ফল বয়ে আনে? আলোচনা কর। ৪

২। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মদিনা সনদকে নিয়ে মানুষের জানার কৌতূহলও অনেক। তেমনিভাবে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা শহীদুল্লার মেয়ে আয়েশা একদিন তাঁকে মদিনা সনদের ভুমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "মদিনা সনদের ৪৭টি ধারাই সংবিধান"। মদিনা সনদ প্রনয়ণ মহানবী (সঃ)– এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এক কথায় মদিনা সনদ হলো ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ক) মদিনা সনদের ধারা কতটি ? ১

খ) মদিনা সনদকে প্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয় কেন? ২

গ) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের ভূমিকা কতটুকু? মাওলানা শহীদুল্লাহর বক্তব্যের আলোকে মূল্যায়য় কর। ৩

ঘ) "মদিনা সনদ ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ– কথাটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। মেহেরপুরের জমিদার আবদুল্লাহর ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। পার্শ্ববর্তী বিধর্মী জমিদার বিভিন্নভাবে আবদুল্লাহ সাহেব এবং তাঁর লোকজনের ক্ষতি সাধন করে। এক পর্যায়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। লোকবল ও যুদ্ধসরঞ্জাম কম হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ সাহেব এবং তাঁর অনুগতদের আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকার ফলে তারা যুদ্ধে জয় লাভ করে।

ক) সারিয়া কী ? ১

খ) মদিনা সনদে ধর্মীয় স্বাধীনতার শর্তটি বর্ণনা কর। ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধের ঘটনার সাথে ইসলামের কোন্ যুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে ? ৩

ঘ) আবদুল্লাহ সাহেবের বিজয়ের অনুরুপ যুদ্ধে বিজয়ই মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের ভিত্তি– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। আবদুর রশিদ নিজের মেয়েদের জন্য পোশাক কিনেন। পোশাক কেনার সময় তিনি বাড়ির কাজের মেয়ের জন্যও অনুরূপ পোশাক কেনেন। এতে আবদুর রশিদের স্ত্রী রেগে গিয়ে বলেন,"কাজের মেয়ের পোশাক নিজের মেয়ের মতো হতে পারে না"।

ক) মহানবী (সঃ) কত সালে বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন ? ১

খ) বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সঃ) স্ত্রীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করার কথা বলেছেন ? ২

গ) আবদুর রশিদের স্ত্রীর আচরণ মহানবীর বিদায় হজ্জের ভাষণের কোন্ অংশের পরিপন্থী? আলোচনা কর। ৩

ঘ) আবদুর রশিদ সাহেবের স্ত্রীর আচরণ পরিবর্তনে মহানবীর (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণ কিভাবে ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। আহমেদ নগর গ্রামে আবদুল লতিফ ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সকল অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে গ্রামের সকল মানুষকে সত্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। আবদুল লতিফ গ্রামের নিগৃহীত নারী জাতিকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক) "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত" উক্তিটি কার? ১

খ) মহানবী (সঃ) দাস দাসীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে বলেছেন? ২

গ) আহমেদ নগর গ্রামে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আবদুল লতিফ কার আদর্শ অনুসরণ করেন? – ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) সমাজ সংস্কারক হিসাবে মহানবী (সঃ) এর আর্দশ বিশ্লষণ কর। ৪

৬। জালাল উদ্দিন শাহ একজন দয়ালু ও ধার্মিক লোক। সত্য ও সুন্দরের চিন্তা তাঁর হৃদয় মনকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল। ফলে তিনি অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোকের নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, কিছু স্বার্থবাদী লোক তাঁর এই চিন্তার বিরোধিতা করতে শুরু করে, কিন্তু জালাল উদ্দিন দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি তাঁর লক্ষ্যপণে পৌছার জন্য নিরলস কাজ করে চলেছেন; আর লোকজনও ধীরে ধীরে দাওয়াত দিতে শুরু করল। এমতাবস্থায় কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি জালাল উদ্দিন শাহ এর তৎপরতাকে অন্ধ করার জন্য তাঁকে হত্যা করার জন্য তৎপর হয়। অবশেষে শাহ সাহেব অন্যত্র চলে যান এবং সেখানে একটি আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক) আকাবার প্রথম শপথে কতজন শপথ গ্রহণ করেন ? ১

খ) শিয়াবে আবু তালিব বলতে কী বুঝায় ? ২

গ) শাহ সাহেবের তৎপরতা ইসলামের কোন্ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়? বর্ণনা কর ৩

ঘ) শাহ সাহেবের প্রস্থান কি যৌক্তিক ছিল? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

'খ'–বিভাগ

৭। আশিক ভোলাকোট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তারের বাড়িতে কাজ করতো। সে অত্যন্ত সৎ ও কর্মঠ। চেয়ারম্যান আশিকের কর্ম দক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আশিককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং সমুদয় সম্পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

ক) কুতুবউদ্দিন আইবেক কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন ? ১

খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক কেন তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন ? ২

গ) উদ্দীপকে আশিকের চরিত্রের সাথে ভারতীয় কোন্ শাসকের মিল পাওয়া যায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উক্ত শাসকের দায়িত্ব লাভই ভারতের মুসলিম সালতানাতের ভিত্তি পায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। তিনজন শাসক কাচপুর এলাকা জয় করলেও তাদের শাসন স্থায়ী হয়নি। অতঃপর তৃতীয় শাসক আবদুল্লাহ কাচপুর অধিকার করেন এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল্লাহর প্রথম পুত্র সিরাজ তাঁর শাসনকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইউনুছ ছিলেন আযোগ্য শাসক, ইউনুছের অযোগ্যতার কারণে আবদুল্লাহ তার কন্যা মরিয়মকে সিংহাসনে বসান।

ক) মুহাম্মদ ঘুরী কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন ? ১

খ) মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে সেখানকার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল ? ২

গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন্ শাসকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মরিয়মের সিংহাসনে আরোহণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জহীর নগরের জমিদারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন নাবিল। তিনি জমিদারের বিভিন্ন দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদারকে মেঘনা নদীতে নিক্ষেপ করে এবং তার তিন বছরের শিশু পুত্রকে হত্যা করে জমিদারী দখল করেন। ফলে একটি জমিদার বংশের পতন হয় এবং তদস্থলে অপর একটি জমিদার বংশের উত্থান ঘটে।

ক) খিলজী বংশের শাসন কখন শুরু হয় ? ১

খ) সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজস্ব সংস্কার বর্ণনা কর। ২

গ) নাবিলের জমিদারী দখলের ঘটনার সঙ্গে মধ্য যুগের কোন্ শাসকের সিংহাসন আরোহণের ঘটনার সাথে মিল রয়েছে ? ৩

ঘ) উক্ত শাসকের ক্ষমতা দখলের ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে মেয়র সাহেব স্বল্প সংখ্যক কর্মকর্তাসহ ভূমিদস্যুদের হাতে নাজেহাল হয়ে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে বিশেষ বাহিনীর সহায়তায় অভিযান চালালে ভূমিদসুরা ভূমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন।

ক) মুহাম্মদ ঘুরীর প্রকৃত নাম কী ? ১

খ) ভারত বর্ষে মুহাম্মদ ঘুরীর অভিযানের কারণ কী ছিল ? ২

গ) উদ্দীপকের সাথে মুহাম্মদ ঘুরীর কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) ভূমিদস্যুদের জমি ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি ইতিহাসের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১১। মহসিন মহব্বতপুর ইউনিয়নের চেয়াম্যান মুহাম্মদ আলী সাহেবের বাড়ীতে কাজ করত। সে অত্যন্ত সৎ, যোগ্য ও বিচক্ষণ ছিল। সে চেয়ারম্যান সাহেবের প্রদত্ত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করত। চেয়ারম্যান সাহেব এর কোন সন্তান না থাকায় মহসিনের কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের সন্তানের মতো দেখতেন। মৃত্যুর পূর্বে তাকে তাঁর দায়িত্বের ও সম্পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

ক) কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেন ? ১

খ) কুতুবউদ্দিন কিভাবে দাসত্বের শিকার হন ? ২

গ) উদ্দীপকে মহসিনের চরিত্রের সাথে ভারতীয় উপমহাদের কোন শাসনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে কুতুব উদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪